গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
www.dwa.gov.bd

স্মারক নং- ৩২.০১.০০০০.০০০.০১৯.২৭.০৩৭৭.২৬-৫৩ তারিখঃ ১৩/০৩/২০২৬

বিষয়: জনাব এ.টি.এম শফিউল কাফি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপপরিচালক এর কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজুকরণ।

বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা।

মামলা নম্বর- ২১৯

যেহেতু, জনাব এ.টি.এম শফিউল কাফি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপপরিচালক এর কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা অফিসের দৈনন্দিন খরচের ভাউচারের বিপরীতে ইস্যুকৃত চেকে উপপরিচালকের স্বাক্ষরের পর চেকের পাতায় লিখিত টাকার অংক পরিবর্তন করে একটি বা দুইটি সংখ্যা বসিয়ে গত ০৭/০৫/২০২৫ তারিখে ১২,৮২০/-টাকার পরিবর্তে ২,১২,৮২০/-টাকা, ১২/০৫/২০২৫ তারিখে ৩,৯০০/-টাকার পরিবর্তে ২,২৩,৯০০/-টাকা, ২২/০৫/২০২৫ তারিখে ৪০,০০০/-টাকার পরিবর্তে ১,৪০,০০০/-টাকা এবং ২৯/০৫/২০২৫ তারিখে ৫,৩০০/-টাকার পরিবর্তে ১৫,৩০০/-টাকা হিসাব নং-১১০২২০০০০৫৯০৬, সোনালী ব্যাংক, বান্দরবান শাখা হতে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেছেন;

যেহেতু, আপনি উপপরিচালকের কার্যালয়, বান্দরবানের প্রশিক্ষক জনাব সুলগ্না দাশ এর নিকট হতে ১০,০০০/- টাকা, জনাব হালিমা খাতুন এর নিকট হতে ১০,০০০/- টাকা, জনাব আলেয়া আক্তার মনির নিকট হতে ২,০০০/- টাকা, জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সম্মানী বাবদ ১০,৫০০/-টাকা, বান্দরবান সদরের ০৯টি দোকান হতে অফিসের কাজে ব্যবহার করার জন্য জিনিসপত্র ক্রয় বাবদ ৬৫,৭৮০/- টাকাসহ সর্বমোট= ৯৮,২৮০/- টাকা ০৩ জন ব্যক্তি এবং ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে নগদ/খরচের ভাউচারের বিপরীতে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনপূর্বক নিজে আত্মসাৎ করেছেন এবং অদ্যাবধি পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করেননি;

যেহেতু, আপনি ০১/০৬/২০২৫ হতে ০৪/০৬/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করে অননুমোদিতভাবে ০১/০৬/২০২৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, আপনার দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কাজকর্ম মারত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে-যা কর্তব্যকর্মে চরম অবহেলার শামিল;

যেহেতু, আপনাকে বান্দরবান জেলার উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কর্তৃক নৈমিত্তিক ছুটি বাতিলপূর্বক অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য গত ০১/০৬/২০২৫ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং গত ১৫/০৬/২০২৫, ২৩/০৬/২০২৫ এবং ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে যথাক্রমে ০৩টি কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু আপনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেনি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেননি;

যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে ''অসদাচরণ'', ''পলায়ন'' ও ''দুর্নীতি'' এর অভিযোগে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধে আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে ''অসদাচরণ'', ''পলায়ন'' ও ''দুর্নীতি'' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। একই বিধিমালার ৪ (৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী কেন আপনাকে ''চাকুরী হতে বরখাস্ত'' করা হবে না অথবা অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না তা উক্ত বিধিমালার ৭(১)(খ) বিধি অনুযায়ী এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হলো। আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। যে অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণীত হয়েছে তা এ সাথে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে এক ফর্দ।

(জিনাত আরা)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

প্রাপক
জনাব এ.টি.এম শফিউল কাফি
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্থায়ী ঠিকানাঃ
জনাব এ.টি.এম শফিউল কাফি
পিতা- মৃত এ এস এম জিল্লুর রহমান
মাতা- মোছা: শামসুন্নাহার বেগম
গ্রাম-পূর্বপাড়া, ডাকঘর-গাইবান্ধা সদর-৫৭০
গাইবান্ধা পৌরসভা, জেলা-গাইবান্ধা।

অভিযোগ বিবরণী

জনাব এ.টি.এম শফিউল কাফি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপপরিচালক এর কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব সুপন চাকমা কর্তৃক আনীত অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ:

তিনি উপপরিচালক এর কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা অফিসের দৈনন্দিন খরচের ভাউচারের বিপরীতে ইস্যুকৃত চেকে উপপরিচালকের স্বাক্ষরের পর চেকের পাতায় লিখিত টাকার অংক পরিবর্তন করে একটি বা দুইটি সংখ্যা বসিয়ে গত ০৭/০৫/২০২৫ তারিখে ১২,৮২০/-টাকার পরিবর্তে ২,১২,৮২০/-টাকা, ১২/০৫/২০২৫ তারিখে ৩,৯০০/-টাকার পরিবর্তে ২,২৩,৯০০/-টাকা, ২২/০৫/২০২৫ তারিখে ৪০,০০০/-টাকার পরিবর্তে ১,৪০,০০০/-টাকা এবং ২৯/০৫/২০২৫ তারিখে ৫,৩০০/-টাকার পরিবর্তে ১৫,৩০০/-টাকা হিসাব নং- ১১০২২০০০০৫৯০৬, সোনালী ব্যাংক, বান্দরবান শাখা হতে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেছেন;

তিনি উপপরিচালকের কার্যালয়, বান্দরবানের প্রশিক্ষক জনাব সুলগ্না দাশ এর নিকট হতে ১০,০০০/- টাকা, জনাব হালিমা খাতুন এর নিকট হতে ১০,০০০/- টাকা, জনাব আলেয়া আক্তার মনির নিকট হতে ২,০০০/- টাকা, জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সম্মানী বাবদ ১০,৫০০/-টাকা, বান্দরবান সদরের ০৯টি দোকান হতে অফিসের কাজে ব্যবহার করার জন্য জিনিসপত্র ক্রয় বাবদ ৬৫,৭৮০/- টাকাসহ সর্বমোট= ৯৮,২৮০/- টাকা ০৩ জন ব্যক্তি এবং ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে নগদ/খরচের ভাউচারের বিপরীতে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনপূর্বক নিজে আত্মসাৎ করেছেন এবং অদ্যাবধি পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করেননি;

তিনি ০১/০৬/২০২৫ হতে ০৪/০৬/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করে অননুমোদিতভাবে ০১/০৬/২০২৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, তার দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কাজকর্ম মারত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে-যা কর্তব্যকর্মে চরম অবহেলার শামিল;

তাকে বান্দরবান জেলার উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কর্তৃক নৈমিত্তিক ছুটি বাতিলপূর্বক অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য গত ০১/০৬/২০২৫ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং গত ১৫/০৬/২০২৫, ২৩/০৬/২০২৫ এবং ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে যথাক্রমে ০৩টি কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেনি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেননি;

জনাব এ.টি.এম শফিউল কাফি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপপরিচালক এর কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা-এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে ''অসদাচরণ'', ''পলায়ন'' ও ''দুর্নীতি'' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(জিনাত আরা)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)